বাংলাদেশ ফান্ড এর ইউনিট বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

অক্টোবর ১০, ২০১১

ফান্ড ব্যবস্থাপক ঃ আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ

অঙ্গসজ্জায়ঃ mindfree

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হিসেবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড- এর ইউনিট বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে দেশে একটি সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

একটি স্থিতিশীল, সক্রিয় ও গতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে বাংলাদেশ ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ ফান্ড বিনিয়োগকারীগণের নিকট একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা করুক- এটাই আমার প্রত্যাশা।

দেশের শিল্প, সেবা, বাণিজ্য, স্থিতিশীল পুঁজিবাজারসহ সকল খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সংশিষ্ট সকলকে আহবান জানাই।

আমি বাংলাদেশ ফান্ডের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ ফান্ড

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ০১ অক্টোবর তারিখে "দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬"(১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতেই দেশের দ্রুত শিল্পায়নে এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুজিবাজারে, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে আইসিবি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে চলেছে। আইসিবি বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা, ইউনিট ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগকারীকে পুঁজিবাজারে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালা আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসে আইসিবি'র ভূমিকা অপরিহার্য ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের একটি টেকসই ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে আইসিবি এবং সাতটি রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মার্চ ০৬, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বে-মেয়াদি গ্রোথ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হিসেবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। আইসিবি পরিচালক পর্ষদের মার্চ ০৯, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় বাংলাদেশ ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয় এবং ফান্ডের মোট তহবিলের ১০% অর্থাৎ ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা আইসিবি স্পন্সর করার সিদ্ধান্ত নেয়। আইসিবিসহ বাংলাদেশ ফান্ডের অন্যান্য উদ্যোক্তারা হচ্ছে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, সাধারাণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা করর্পোরেশন। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ (আইসিবিআইএমসিএল) ফান্ড এর অ্যাসেট ম্যানেজার এবং ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান হিসেবে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইএমসিএল) দায়িত্ব পালন করছে । ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ এবং রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮ এর আওতায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কর্তৃক বাংলাদেশ ফান্ড-এর ট্রাস্ট ডীড এপ্রিল ২৬, ২০১১ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে যা এপ্রিল ২৮,২০১১ তারিখে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে নিবন্ধিত হয়েছে। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন(মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০১১ এর আওতায় এসিইসি কর্তৃক মে ০৪, ২০১১ তারিখে আলোচ্য ফান্ডের নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফান্ড এমন একটি বে-মেয়াদি গ্রোথ মিউচ্যায়াল ফান্ড যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীসহ মাঝারী ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগন অপেক্ষাকৃত স্বল্প ঝুঁকি বহন করে লাভজনক উপায়ে সুষম পত্রকোষে বিনিয়োগের সুযোগ লাভ করবেন। আলোচ্য ফান্ডের ইউনিটে বিনিয়োগ কেবল দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নেই অবদান রাখবে না, তা শেয়ার মালিকানার ক্ষেত্রকেও বিস্তৃত করবে। দেশের একটি টেকসই ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে বাংলাদেশে ফান্ড অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বিনিয়োগেকালীগণের নিকট এ ফান্ডের ইউনিট একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পুজিবাজারের ক্রমবর্ধমান পতন ঠেকানো, স্থিতিশীলতা রক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, অর্থবাজারে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান বৃদ্ধিসহ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ প্রদান করাই হবে আলোচ্য ফান্ডের মূল উদ্দেশ্য।
বাংলাদেশ ফান্ডের প্রাথমিক লক্ষমাত্রা হচ্ছে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা যা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি ইউনিটে বিভক্ত থাকবে। ফান্ডের প্রতিটি ইউনিটের মূল্য প্রাথমিকভাবে ১০০.০০ টাকায় নির্ধারিত থাকবে যার মার্কেট লট হবে কমপক্ষে ১০০ টি । আলোচ্য ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একক/যৌথ নামে সর্বনিম্ন ১০০টি ইউনিট ক্রয় করতে পারবেন।

দেশের সর্ববৃহৎ সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ আলোচ্য বাংলাদেশ ফান্ডের তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে । আইসবি এএমসিএল অত্যাত্ম দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে এ পর্যন্ত ১১টি মেয়াদি এবং ২টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাত করেছে এবং প্রতিটি ফান্ডের বৎসরান্তে ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। উলেখ্য, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে আইসবি অ্যাস্টে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর ব্যবস্থাধীন পরিচালিত মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডেসমূহে সর্বোচ্চ ৫৫% এবং সর্বনিম্ন ১০% হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বে-মেয়াদি আইসিবি এ এমসিএল ইউনিট ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস, ইউনিট ফান্ডে ইউনিট প্রতি যথাক্রমে ৩৫.০০ টাকা ও ৩২.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক চলতি অর্থবছরে আরো চারটি বড় আকারের প্রচলিত ও বিশেষায়িত মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড পর্যায়ক্রমে বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি মালিকনাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বায়িত্বশাসিত সংস্থা, প্রকল্পসমূহ, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ এবং অনবাসী বাংলাদেশী ও সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশ ফান্ডের ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ ফান্ড-এর প্রসপেক্টাসে উলিখিত আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর প্রধান কার্যালয়সহ ফান্ডের বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের শাখাসমূহে ফান্ডের ইউনিট সার্টিফিকেটের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরসহ কয়েকটি বৈদেশিক শাখা থেকেও আলোচ্য ফান্ডের ইউনিট ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

বাংলাদেশ ফান্ডের ইউনিট হোল্ডারগণ তাদের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আয় ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত ইউনিট ক্রয়ে (Cumulative Investment Plan) পুণঃ বিনিয়োগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বছরের শুরুতে ঘোষিত ইউনিটের চলতি মূল্যের উপর ইউনিট প্রতি ১.০০ টাকা রেয়াত দেয়া হবে।

বাংলাদেশ ফান্ডের ইউনিট হোল্ডারগণ তাদের ইউনিট সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে আইসিবি থেকে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ব্যাংক থেকেও ইউনিট সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পরিশেষে আলোচ্য ফান্ডের গঠন ও বাজারজাতকরন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও আন্তরিকতার জন্য সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান, ফান্ডের ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান এবং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ফান্ডের দ্রুত বাজারজাতকরন ও ব্যবস্থাপনায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

(মোঃ আলাউদ্দিন খান)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ

তারিখ ঃ ঢাকা, ১০ অক্টোম্বর ২০১১

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড- এর পাবলিক সাবৃসক্রিপশনের অর্থ গ্রহণ কার্যক্রম অক্টোবর ১০, ২০১১ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে।

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং পুঁজিবাজারকে একটি টেকসই ও শক্তিশালী অবস্থানে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে বাংলাদেশ ফান্ড গঠনের এ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রম বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অভিযাত্রাকে বেগবান করতে পারে। বাংলাদেশ ফান্ড গঠন করে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আমি এ মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং বাংলাদেশ ফান্ডের সাফল্য কামনা করি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

গভর্ণর
বাংলাদেশ ব্যাংক

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে গঠিত ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড-এর পাবলিক সাবৃসক্রিপশনের শুভ উদ্বোধন কার্যক্রমকে আমি স্বাগত জানাই।

একটি স্থিতিশীল ও গতিশীল পুঁজিবাজারের জন্য তারল্য প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে বাংলাদেশ ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে এবং বাজারকে স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে যাবে।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রাখা ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ফান্ড- এর উদ্দেশ্য সফল হোক, সার্থক হোক এ আমার প্রত্যাশা।

ড. আতিউর রহমান

সচিব
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ- এর উদ্যোগে গঠিত ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড এর পাবলিক সবৃসক্রিপশনের শুভ উদ্বোধন কার্যক্রমকে আমি স্বাগত জানাই।

একটি স্থিতিশীল ও গতিশীল পুঁজিবাজারের জন্য বাংলাদেশ ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে এবং বাজারকে স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার কাজ করে যাবে।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রাখা ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ফান্ড- এর উদ্দেশ্য সফল হোক, সার্থক হোক এ আমার প্রত্যাশা।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী

চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

দেশের পুঁজিবাজারের ইতিহাসে এককভাবে সর্ববৃহৎ বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড হিসেবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড- এর ইউনিট বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনকে আমি স্বাগত জানাই।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশ ফান্ড- এর ইউনিট একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে দেশের পুঁজিবাজারে উত্থান-পতনের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বাংলাদেশ ফান্ড দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হবে বিধায় পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ফান্ড-এর সাফল্যে আরো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়ে দেশের শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মূল উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার বিকশিত হবে বলে মনে করি।

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন যে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, বাংলাদেশ ফান্ড সে লক্ষ্য অর্জনে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারবে- এ আমার প্রত্যাশা।

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন

চেয়ারম্যান
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড- এর পাবলিক সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম ১০ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আইসিবি দেশের দ্রুত শিল্পায়নের এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটি বাজার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। পুঁজিবাজারের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুঁজিবাজারে তারল্য প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করার প্রয়াসে বাংলাদেশ ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এ ফান্ড পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখবো। আমাদের প্রত্যাশা, একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল পুজিবাজার গঠনের স্বার্থে সংশিষ্ট সকল পক্ষ স্ব স্ব ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ফান্ড সকল শ্রেণীর বিনিয়োগকারীর জন্য আকর্ষণীয় হবে ও এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল দেশের পুঁজিবাজারে একটি সুস্থ উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করবে এটিই কামনা করি।

ড. এস.এম. মাহফুজুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং বাজারে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এর উদ্যোগে **"বাংলাদেশ ফান্ড"** গঠন করা হয়। অদ্য ১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ফান্ড-এর ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ফান্ড-এর প্রসপেক্টাস ইতোমধ্যে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ এ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ ফান্ডের গঠন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, সকল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান, ফান্ডের ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান, অ্যাসেট ম্যানেজার, ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ফান্ডের সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ ফায়েকুজ্জামান

Sponsors

Investment Corporation of Bangladesh
Sonali Bank Limited
Janata Bank Limited
Agrani Bank Limited
Rupali Bank Limited
BDBL Bangladesh Development Bank Limited
Jiban Bima Corporation
Sadharan Bima Corporation

চেয়ারম্যান
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

২৫ আশ্বিন ১৪১৮
১০ অক্টোবর ২০১১

বাণী

বাংলাদেশ ইতিহাসে পুঁজিবাজারে সর্ববৃহৎ পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড- এর ইউনিট বিক্রয় কার্যক্রম ১০ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে শুরু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আইসিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনায় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ফান্ড স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টি করে দেশের শিল্পায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরীতে বাংলাদেশ ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ ফান্ড- এর উদ্যোক্তাগণসহ সংশিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আলোচ্য ফান্ডের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ খোরশেদ হোসেন